সংবাদ

তারিখ OCT. 1 5 .20[illegible]
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের ৯ দফা

তত্ত্বাবধায়ক আমলে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়া কমিটি গঠনের দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, মাউশি মহাপরিচালক, ৬টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান, সচিব ও পরিদর্শকদে প্রত্যাহার করে নির্দলীয় লোকদের দায়িত্ব প্রদান এবং কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধ বোর্ডের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে উভয় কমিটির সদস্য সচিব ও শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিনিধিদের পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদে নিয়ে কমিটি গঠনসহ ৯ দফা প্রস্তাব রেখেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা না করলে সে সময় আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা

গঠন : পৃ: ১১ ক: ৭

গঠন : কমিটি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করার কথা বলেছেন নেতৃবৃন্দ।

গতকাল দুপুরে নিজস্ব কার্যায়ে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আয়োজিত তাদের সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফ্রন্টের সমন্বয়কারী কাজী ফারুখ আহমেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- মো. আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ, এম আরজু প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, খালেদা-নিজামী জোট সরকার প্রমাণ করেছে তারা শিক্ষক-কর্মচারীদের মানুষ মনে করে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, প্রতারণাই তাদের মজ্জাগত। তা না হলে তারা শিক্ষকদের পূর্ণ উৎসব ভাতা ও সম্মানজনক বাড়ি ভাড়া প্রদান এবং বিনা বেতনে কর্মরত ৭ হাজার এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও প্রদানের উদ্যোগ নিত। একই সঙ্গে সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়, ঘোষণা অনুযায়ী বেতনের ৫ ভাগ টাকা বন্ডে দেয়ার কথা থাকলেও সরকার তা দিচ্ছে না।

সংবাদ সম্মেলনে জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে চাকরিচ্যুত, সাময়িক বরখাস্ত, প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধা প্রাপ্তদের তালিকা হালনাগাদ করে ১০ নভেম্বরের মধ্যে তা ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী বরাবর পাঠানোর জন্য বলা